একক ৪ ❑ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের টুল এবং কৌশল (Tools and Techniques of CCE in Pre-primary Education)

গঠন **(Structure)**

৪.১ সূচনা **(Introduction)**

৪.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৪.৩ পরিমাপের পদ্ধতি **(Methods of Assessment)**

৪.৪ পরিমাপের টুল **(Tools of Assessment)**

৪.৫ পরিমাপের কৌশল **(Techniques of Assessment)**

৪.৭ সারসংক্ষেপ

৩.৮ অনুশীলনী

৩.৯ অগ্রগতি যাচাই এর উত্তর

৪.১ সূচনা (Introduction)

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন বিষয়ভিত্তিক, প্রস্তুতিকালীন, পর্যায়ক্রমিক ইত্যাদি মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের টুল (Tools) এবং কৌশল (Techniques) নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আপনার এই অধ্যায়ে জানতে পারবেন নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের পদ্ধতিগুলি কি কি, এই পরিমাপের জন্য কি কি টুল ব্যবহার করা হয় এবং সবশেষে এই টুল ব্যবহার করে পরিমাপ করার পর এর ফলাফল কি ভাবে পরিমাপ করা হয়।

এক কথায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের মাধ্যমে শিশুর সমস্ত দিকের বিকাশ এবং বৃদ্ধির পরিমাণগত এবং গুণগত পরিবর্তন জানা যায় এবং এর সাহায্যে শিশুকে কিভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে কতটা এবং কি ভাবে দৃষ্টি দিতে হবে তাও জানা যায়। ফলে শিক্ষক/শিক্ষিকা পিতা-মাতা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয়কেও এই বিষয়ের জ্ঞান থাকা জরুরী। কোন কৌশল কোন টুলের ব্যবহার হবে। মূল্যায়ন কিভাবে করা হবে ফলাফল কিভাবে প্রকাশিত হবে এ সমস্ত না জানলে একদিকে যেমন মূল্যায়ণের সমস্ত উদ্‌যোগই ব্যর্থ হয় অন্যদিকে সঠিক পরিমাপ না হলে শিশু/শিক্ষার্থীর পক্ষেও তা মঙ্গলজনক নয়।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি শেষ করার পরে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে, বুঝতে, শিখতে এবং ব্যবহার করতে পারবে :

- নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণে বিভিন্ন পদ্ধতি ;
- পরিমাপের বিভিন্ন টুল এবং তাদের বর্ণনা ;
- ঐ টুলগুলি দ্বারা পরিমাপের বিভিন্ন কৌশল ;

৪.৩ পরিমাপের পদ্ধতি (Methods of Assessment)

পাঠক্রমের মধ্যে থাকে শিখন-শিক্ষণের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা। অর্থাৎ পাঠ্যতালিকা, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, পরিমাপের পদ্ধতি ইত্যাদি সমস্ত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। পাঠক্রমের মধ্যে থাকবে একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদির একটি পূর্ণ তালিকা। এই পরিমাপ বা মূল্যায়ন কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর শিক্ষণে অগ্রগতি এবং শিক্ষার্থীর উন্নতিই পরিমাপ করে না এর দ্বারা শিক্ষকের দক্ষতা এবং শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা এবং সাফল্যও পরিমাপ করেন। কাজেই একে পাঠক্রমের একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আমরা পরিমাপকে নানা কারণে ব্যবহার করি :

(ক) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দক্ষতা এবং দুর্বলতা অনুসারে তার ব্যক্তিগত এবং বিশেষ চাহিদার নির্ণয় করতে পারি;

(খ) শিক্ষক-শিখন পদ্ধতির পরিকল্পনা আরো সুন্দর, আরো ভালভাবে তৈরী করা;

(গ) বিভিন্ন প্রকার সাহায্য দিয়ে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে আরো উন্নত করা;

(ঘ) বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে কতটা পরিবর্তন এবং উন্নতি ঘটেছে তার প্রকৃতি এবং পরিমাপ নির্ধারণ করা;

(ঙ) শিশুকে কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বল এবং বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন তা তাকে বুঝতে বা জানতে সাহায্য করা;

(চ) শিশু কি কি পছন্দ করে, কোন কোন দিকগুলি পছন্দ করে না তা শিক্ষককে বুঝতে সাহায্য করে;

(ছ) শিশুর মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা;

(জ) পাঠক্রমের লক্ষ এবং পাঠ্যতালিকার উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে তা জানা যায়;

(ঝ) শিশুর শিখনে উন্নতি কতটা হয়ে তা শিশুকে, শিশুর পিতামাতা, শিক্ষক, বিদ্যালয়কে এবং শিক্ষকদের জানানো যায়;

(ঞ) শিশুকে সাহায্য এবং উৎসাহিত করা যাতে তারা নিজের বুঝতে এবং তাদের প্রয়োজন বুঝতে পারবে;

(ট) প্রত্যেক শিশুর শিখন এবং উন্নতিতে সাহায্য করা এবং পিতা-মাতা অন্যান্য শিক্ষকদের একই কাজে যুক্ত করতে পারবে।

পরিমাপের পদ্ধতি বৃত্তাকার; অর্থাৎ পরিমাপের প্রাপ্ত ফলাফল ভবিষ্যতে ব্যবহার করা হয় আরো উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য। এর বিভিন্ন ধাপগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য এবং প্রমাণ সংগ্রহ করা;

(২) প্রাপ্ত তথ্যকে পঞ্জীভূত করা; এবং

(৩) পঞ্জীকৃত তথ্যকে ব্যবহার করা।

আমরা যদি মনে করি শিশু শিখন নানাভাবে হয়— বিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে; তবে আমরা তথ্য সংগ্রহের জন্য নানা পদ্ধতি ব্যবহার করব। কারণ বিদ্যালয়ের ভিতরে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বিদ্যালয়ের বাইরের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির মত অবশ্যই না হতেও পারে। কাজেই প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার তথ্যের উৎসগুলি কি কি হতে পারে।

তথ্যের উৎস ঃ প্রথম ধাপ

আমরা জানি যে বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষকই শিশুদের তথ্য সংগ্রহ করেন। আবার পরিমাপ পদ্ধতির সাহায্যে শিশুর শিখনের পরিমাপ এবং অগ্রগতি জানা এবং বোঝা যায়। পরিমাপ যেহেতু শিশুর জন্যই তাই পরিমাপের ক্ষেত্রে শিশুও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কাজেই এক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুর চাহিদা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কতটা পূরণ হয়েছে, কিভাবে পূরণ সম্ভব ইত্যাদি বিষয়গুলিও জানার জন্য সচেষ্ট হবেন। এটা কিভাবে সম্ভব? এক্ষেত্রে শিক্ষক যদি শিশুর কাছে জানতে চান তার কি ভাল লাগে, তার সবথেকে ভাল কাজ কোনটি? এইটিকে কেন সবথেকে ভাল মনে করে তবে তাব উত্তরের মাধ্যমে শিশুর শিখন এবং বিকাশের নানা দিক জানা সম্ভব।

শিশু ছাড়া এই ক্ষেত্রে আর কি কি হতে পারে? এক্ষেত্রে তথ্যের আর যে সমস্ত উৎস হতে পারে তা হল ঃ

● পিতা-মাতা ● শিশুর বন্ধু, সহপাঠী ইত্যাদি ● অন্যান্য শিক্ষক ● তার সমাজের অন্য লোকজন ইত্যাদি। এইবার আমরা মূল বিষয়ে ফিরে আসব— মূল্যায়নের পদ্ধতি। পরিমাপের জন্য চারটি মূল্য পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে :

(ক) একক পরিমাপ পদ্ধতি— এই পদ্ধতিতে শিশুরা যখন একক ভাবে কাজ করে, কিছু শেখে তখন তার পরিমাপ করা হয়।

(খ) দলবদ্ধ পরিমাপ পদ্ধতি— এই পদ্ধতিতে শিশুরা যখন একত্রে নিবদ্ধভাবে কাজ করে তখন তাদের বৃদ্ধি বিকাশ এবং শিখনের বিভিন্ন দিকের পরিমাপ করা হয়। এই পরিমাপের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক বিকাশ, মূল্যবোধ, আচরণের বিভিন্ন দিকের পরিমাপ করা যায়।

(গ) নিজের পরিমাপ (Self assessment)— এই পদ্ধতিতে শিশু নিজের জ্ঞান, দক্ষতা, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদির পরিমাপ নিজেই করবে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন টুল ব্যবহার করা হবে।

(ঘ) সহপাঠীদের দ্বারা পরিমাপ (Peer assessment)— এই পদ্ধতিতে একজন অপর জনের অথবা একজন একটি গোটা দলের বিভিন্ন শিশুর পরিমাপ করবে। এই ক্ষেত্রেও কিন্তু বিভিন্ন টুল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ সমস্ত বিদ্যালয়েই পরিমাপের জন্য মধ্যমণি হিসাবে শিক্ষকই সব কাজ করে থাকেন। এক্ষেত্রে যে

পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা শিক্ষক নিজেই প্রস্তুত করে থাকেন। শিক্ষক যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করেন তা হল লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, হাতে কলমে পরীক্ষা, ছবি আঁকা বা অন্য কোন হাতে কাজ করা, অন্যদের সঙ্গে কথা বার্তা বলা, খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। দ্রুত পরিমাপের জন্য শিক্ষক অনেক সময়ই ছোট ক্লাশ পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এগুলি সাধারণতঃ একটি অধ্যায়ের পরে অথবা সপ্তাহের শেষে অথবা মাসে মাসে নেওয়া হয়ে থাকে। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এমন হওয়া উচিত যাতে শিশু মুখস্থ করা উত্তর না দিয়ে বরং তাদের নিজস্ব ক্ষমতা, ধারণা, চিন্তন, সৃজনশীলতার প্রকাশ উত্তরের মধ্যে ঘটাতে পারবে। অর্থাৎ এর প্রশ্নগুলোতে শুধুমাত্র মনে রাখা, মুখস্ত করা ইত্যাদির বৃদ্ধি না ঘটিয়ে বরঞ্চ শিশুর চিন্তন, বিশ্লেষণ ইত্যাদিরও বিকাশ ঘটানো হবে। অর্থাৎ প্রশ্নগুলোর দ্বারা যেন শিশুর বিভিন্ন গুণের পরিমাপও করা যায়।

এর জন্য অবশ্য বিদ্যালয়ের লিখিত পরীক্ষাই সবথেকে বেশী ব্যবহার হয়; তবে অনেক বিদ্যালয়ে নানা ধরনের টুল ব্যবহার করা হয়; কিন্তু অনেক সময়ই শিক্ষক তা না বুঝেই ব্যবহার করেন। ফলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবের থেকে পার্থক্য হয়ে যায়।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার— কোন একটি টুল শিশুর সবদিকের বিকাশ এবং বৃদ্ধির পরিমাপ করতে পারেনা। শিক্ষক যখন স্বিয় কাজ পরিচালনা করেন তখন নিশ্চই লক্ষ্য করেছেন, শিশুকে দূর থেকে লক্ষ করা, তাদের কথা শোনা, তাদের বন্ধুদের শিশুটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা, শিশুর মা-বাবার সাথে কথা বলা ইত্যাদির মাধ্যমেও শিশুর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায় যা শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় না। লিখিত পরীক্ষার দ্বারা শুধুমাত্র কয়েকটি দিক জানা সম্ভব; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের মাধ্যমে শিশুর সমস্ত দিকের বিকাশ জানাতে চাই যাতে—

(i) বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন দিক এবং বিকাশের সমস্ত দিকের বিকাশ এবং শিখন মাত্রা জানা যায়;
(ii) শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে যাতে বোঝা যাবে সে কোন পদ্ধতি, কোন বিষয় বা কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে;
(iii) প্রত্যেক পদ্ধতি আলাদা; তাই বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিখনের দিকগুলিও ভিন্ন। শিক্ষক এই সমস্ত দেখেই ঠিক করবেন শিশুর শিখন কোন দিকে এবং কি ভাবে ঘটছে।

কাজেই তথ্যের উৎস কি হতে পারে তা মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐ উৎস অনুসারে ঠিক হবে শিক্ষণ পদ্ধতি, পরিমাপ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলিও।

প্রাপ্ত তথ্যকে পঞ্জীভূত করা ঃ দ্বিতীয় ধাপ

প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়ে কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শিশু সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যকে পঞ্জীভূত করা হয়— নম্বরের মাধ্যমে বা গ্রেড প্রদানের মাধ্যমে। বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে সরাসরি বা তাকে গ্রেডে রূপান্তরিত করে পঞ্জীভূত করে রাখা হয়। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল এই পঞ্জীভূত করার এমন পদ্ধতি ঠিক করা যে পদ্ধতিতে এই কাজটি সব থেকে ভালভাবে হয়। এই সবথেকে ভাল পদ্ধতি হল নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণ (CCE)। এই পঞ্জীভূত করণকে আরো সঠিক এবং বাস্তব করার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা হ'ল ঃ

- শিশুকে খুব ভাল ভাবে নজর রাখতে হবে। এই নজর রাখার পরে সঙ্গে সঙ্গে তা কোন ডাইরী, নোটবই বা রেজিস্টারে যা দেখা গেছে তা লিপিবদ্ধ করা;
- শিশুর যখন কোন কাজ করছে বা সদ্য করা হয়েছে তখনই পরিমাপ করার ব্যবস্থা করা;
- এই তথ্যকে পরিমাণগত এবং গুণগতভাবে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করতে হবে। এর মধ্যে যে সমস্ত নতুন এবং অর্থপূর্ণ ঘটনাও বিশেষভাবে নথিভুক্ত করতে হবে।

- শিশুর একটি তথ্যপঞ্জী এইভাবে তৈরী করতে হবে।
- শিশুর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করতে হবে যে শিশুর কাজ কিভাবে হয়েছে, কেন এভাবে করার কথা ভেবেছে ইত্যাদি।
- এই তথ্য লিপিবদ্ধ করার সময় শিক্ষক সতর্কভাবে শিশুর পরিবর্তন, বিভিন্ন সমস্যা, কাজের ধরণ এবং শিখনের প্রমাণ ইত্যাদির প্রতি নজর রাখবেন।
- এই তথ্য লিপিবদ্ধ করার সময় শিশুর সম্বন্ধে কোন অস্বচ্ছ ধারণা থাকলে তাও পরিষ্কার হতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ কাজ চলাকালীন শিক্ষক কিছুই নজর করেন; কিন্তু তা লিপিবদ্ধ না করার জন্য বেশীর ভাগ সময় তা ভুলে যান এবং মূল্যায়ণের সময় তা কাজে আসে না। কিন্তু অনেকে আবার পরিকল্পিতভাবে ঐগুলি নিজের ডাইরীতে টুকে রাখেন এবং প্রয়োজন মত ব্যবহার করেন। তবে ঐক্ষেত্রে মূল্যায়ন কিন্তু প্রথাগত এবং পরিকল্পিত।

পঞ্জীভূত তথ্যকে ব্যবহার করা— তৃতীয় ধাপ

তথ্য সংগ্রহ এবং তা লিপিবদ্ধ করাই মূল্যায়ণের শেষ কাজ নয়। এই তথ্য সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করাও দরকার। কারণ ঐ পরিমাপক পদ্ধতিতে কোন ত্রুটি থাকলে তা শিশুর ক্ষেত্রে ভালোর থেকে খারাপ প্রভাবই বেশী হবার সম্ভাবনা থাকবে। তাই পঞ্জীভূত তথ্যকে কিভাবে ব্যবহার হবে। শিশুর শিখন কি পর্যায়ে রয়েছে এবং তার কিভাবে সাহায্যের দরকার তা জানার জন্যই এই তথ্য ব্যবহার করা দরকার।

এর সাহায্যে শিক্ষক তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি কতটা ঠিক, শ্রেণী কক্ষের ব্যবস্থাপনা ঠিক মত চলছে কিনা, শিক্ষা বিজ্ঞানের সমস্ত ব্যবহার ঠিক মত হচ্ছে কিনা এবং শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি ঠিক মত হচ্ছে কিনা তা জানতে পারবে।

আগেই বলা হয়েছে শিশুর পরিমাপের জন্য পাঁচটি সূচকের ব্যবহার করা যেতে পারে। ঐ সূচকগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নানা ভাবে মূল্যায়ন এবং পরিমাপে সাহায্য করে থাকে। সূচকগুলি তথ্য বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য করতে পারে ঃ

- শিশুর শিখন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কতটা এবং কিভাবে তা ধারাবাহিকভাবে বুঝতে পারা যায়;
- সহজভাবে প্রত্যেক শিশুর শিখনের একটি নির্দিষ্ট মাপ কাঠি শিশুকে তাদের পিতামাতাকে এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট জায়গায় জানানো যায়;
- শিশুর শিখনকে নির্দিষ্টভাবে পরিচালনা করা; শিখনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তা পঞ্জীভূত করতে সাহায্য করে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করেনিন-১ (Check your progress-1)

নির্দেশ : ক) একই নির্দেশ হবে।

খ)

i) পরিমাপের দুটি পদ্ধতি লিখুন

---

ii) তথ্যের উৎসের একটি ধাপ লিখুন

৪.৪ পরিমাপের টুল (Tools of Assessment)

অনেক সময়ই টুল এবং কৌশল (techniques) কে আলাদাভাবে সংজ্ঞা দেওয়া একটু অসুবিধাজনক। তবে এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। যে সমস্ত টুল নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের জন্য ব্যবহার করা হয় তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টুল হ'ল ঃ

(ক) প্রশ্নপত্র, (খ) পর্যবেক্ষণ, (গ) অভীক্ষা (টেস্ট) এবং ইনভেন্টরী, (ঘ) চেকলিষ্ট, (ঙ) রেটিং স্কেল, (চ) অ্যানেকডটাল রেকর্ড, (ছ) তথ্যপঞ্জী (Portfolio), (জ) তথ্য বিশ্লেষণ (Document Analysis)

এবারে আমরা কয়েকটি উপকরণ (tool) সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

(ক) প্রশ্নপত্র (Questions) :

প্রশ্নপত্র দুধরনের হতে পারে— আদর্শায়িত এবং আদর্শায়িত নয়।

প্রশ্নপত্র যদি আদর্শায়িত হয় তবে তাদ্দর কতগুলি মৌলিক গুণাবলী থাকবে, যেমন যথার্থ্যতা (Validity), নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), নৈর্ব্যাক্তিকতা (Objectivity), প্রয়োগক্ষমতা (Applicability) ইত্যাদি। একটি ভাল প্রশ্নপত্রের কতগুলি গুণ থাকতে হবে। এই গুণগুলি হল ঃ নৈর্ব্যাক্তিকতা, নির্দেশপাদানের পদ্ধতি, প্রয়োগের পরিধি, বিষয়বস্তু, ভাষার ব্যবহার, কাঠিন্যের মান, পরিমাপের ক্ষমতা, পরিমাপর পদ্ধতি ইত্যাদি।

প্রশ্নপত্রের আকার ঃ বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে প্রশ্নপত্র নানা রকম হতে পারে। তবে বিভিন্ন গুণাবলী পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নপত্র প্রয়োজন হতে পারে। একটি ভাল প্রশ্নপতরের নিম্নলিখিত ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে ঃ

(i) মনে রাখা (Remembering), (ii) বোঝা (Understanding), (iii) প্রয়োগ উপযোগী (Applying) ; (iv) বিশ্লেষণধর্মী (Analysing), (v) মূল্যায়ণ করান (Evaluating), (vi) সৃজনশীল (Creating) ইত্যাদি।

প্রশ্নপত্রের প্রকার ঃ প্রশ্নপত্রের উত্তর অনুসারে প্রশ্নপত্রকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ (i) রচনাধর্মী প্রশ্ন, (ii) ছোট উত্তর, (iii) খুব ছোট উত্তর, (iv) নৈর্ব্যাক্তিক প্রশ্ন। এই প্রত্যেক ধরনের আবার নানা বৈশিষ্ট্য আছে।

(খ) পর্যবেক্ষণ (Observation) :

শিশুর সম্বন্ধে তথ্য যে সমস্ত ভাবে পাওয়া যেতে পারে তার মধ্যে পর্যবেক্ষণ অন্যতম। এই পর্যবেক্ষণ 'স্বাভাবিক' অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করেও পাওয়া যেতে পারে। এই কাজ শিশু যখন কোন কাজের মধ্যে থাকে তখন সংগ্রহ করা হয়। এই কাজ করার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট নিয়মে করা হয়।

পর্যবেক্ষণের সুবিধা— পর্যবেক্ষণের নানা রকম সুবিধা আছে। কয়েকটি নীচে দেওয়া হল ঃ

- শিশুর ব্যক্তি সত্তার বিভিন্ন দিক দেখা, চেনা এবং তার পরিচয় পাওয়া যায়;
- শিশুকে ব্যক্তি হিসাবে এবং দলবদ্ধ অবস্থায় তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়;
- বিভিন্ন সময়ের অবকাশে শিশুর বিভিন্ন দিকের পরিমাপ করা যায়;
- দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে শিশুর আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদি কিভাবে গঠিত হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে তা জানা যায়।

পরিমাপের টুল হিসাবে পর্যবেক্ষণের অসুবিধা— এই প্রকার কৌশলের কতগুলি অসুবিধা আছে, যেমন ঃ

- দু একটি পর্যবেক্ষণের দ্বারাই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছালে অনেক সময়ই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো না হতেও পারে।
- পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতা না থাকলে তিনি 'কি' এবং 'কিভাবে' পর্যবেক্ষণ করবেন তা নাও জানতে পারেন।
- পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণের নৈর্ব্যাক্তিকতত্রা থাকা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণের সময় মানসিক অবস্থাও পর্যবেক্ষণের উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে।
- একটি বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানের পর্যবেক্ষণ একই শিশুর উপর স্থান-কাল-পরিবেশের অনুসারে পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ই পর্যবেক্ষক একই সিদ্ধান্ত অন্যসময়ও ব্যবহার করেন।

পর্যবেক্ষণ নানাভাবে শিশুর প্রকৃতি, আচার-আচারণ, শিখনের অগ্রগতি ইত্যাদি পরিমাপ করতে পারে। বিভিন্ন কৌশলের পরিমাপের জন্য পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন বিতর্ক, দলবদ্ধ কাজ, হাতেকলমে কাজ, প্রোজেক্টের কাজ, খেলাধূলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিমাপ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে করা যায়।

(গ) অভীক্ষা (Test) এবং ইনভেন্টরী

অভীক্ষা মৌখিক এবং লিখিত এই দুরকমই হতে পারে। আবার মৌখিক পরীক্ষার পদ্ধতি এবং কৌশল এবং লিখিত পরীক্ষার পদ্ধতি এবং কৌশলও নানা রকম হতে পারে। একটি অন্যটির পরিপূরক। শিশু নিজের বিষয় নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারে কিনা তা মৌকিক পরীক্ষার দ্বারা বুঝতে পারা যায়। আবার নিজের বক্তব্য নিজে লিখিতভাবে জানাতে পারে কিনা তা লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়।

মৌখিক পরীক্ষা ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরীক্ষা এবং এতে সময় লাগে বেশী। তবে লেখার ক্ষেত্রে সমস্যা থাকলে মৌখিক পরীক্ষাই ভাল পদ্ধতি। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর প্রগতির পরিমাপের ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষাই ভাল পদ্ধতি।

মৌখিক এবং লিখিত পরীক্ষা এবং ইনভেন্টরীর সুবিধাগুলি নিম্নরূপ ঃ

- শিক্ষার্থীকে পরিমাপ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে;
- শোনা এবং বলার ক্ষমতার পরীক্ষা করা যায়;
- কথা বলার দ্রুততা, সঠিকভাবে ব্যাখ্য করার ক্ষমতা পরিমাপ করতে পারে;
- জিজ্ঞাসার মাধ্যমে শিশুর জানার গভীরতা পরিমাপের সাহায্য করে।

তবে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার জন্য পরিকল্পনা থাকা চাই এবং প্রশ্নের ধরন কেমন হবে তার নৈর্ব্যাক্তিকতা, যথার্থতা ও সত্যতা থাকা চাই।

(ঘ) চেক লিষ্ট

একটি বিশেষ গুণ বা দক্ষতা পরিমাপের ক্ষেত্রে এই প্রকার অভীক্ষা (Test) প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রেও কিন্তু পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। পর্যবেক্ষণের পরে তা বিশেষভাবে তালিকাভুক্ত করা হয় বিশেষ পদ্ধতিতে। একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য কতটা তা পরিমাপ করা হয়।

চেকলিষ্টের সুবিধা ঃ চেকলিস্টের ব্যবহার সুবিধাজনক। কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

- সহজ এবং দ্রুত হয়;
- একটি বিশেষ গুণের তথ্য প্রদান করে;
- একটি শিশু কখন এবং কিভাবে আয়ত্ত করছে তা জানা যায়;
- শিশু দলবদ্ধভাবে ঐ গুণটি ব্যবহার করে কিনা তাও জানা যায়।

সতর্কতা ঃ এই অভীক্ষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ঃ

- এতে একটি বিশেষ গুণের সম্বন্ধে সাধারণ কিছু তথ্য জানা যায়;
- বিভিন্ন অবস্থায় ঐ আচরণ কেমন হতে পারে তা জানা যায় না;
- বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না;
- অভিজ্ঞতা না থাকলে শিক্ষকের পক্ষে এই অভীক্ষা প্রস্তুত করা সহজ নয় বা সঠিক তথ্যও পাওয়া যায় না।

(ঙ) রেটিং স্কেল

পর্যবেক্ষণ এবং চেকলিস্টের মত রেটিং স্কেলের দ্বারাও শিশুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা যায়। এর দ্বারা শিশুর কোন বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা যায়। এর দ্বারা শিশুর কোন বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিশুর অগ্রগতির কতটা তার পরিমাপ রেটের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

সুবিধা ঃ

- বিভিন্ন ধরনের অগ্রগতি একটি নির্দিষ্ট স্কেলে মাপা হয়;
- একক এবং দলবদ্ধ পরিমাপের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার হয়;
- বিভিন্ন পরিবেশ এবং অবস্থায় পরিমাপ সম্ভব;
- শিশুর অগ্রগতি নির্দিষ্ট সময় কতটা জানা যায়;
- দীর্ঘ সময় ধরে রেটিং স্কেলের মাধ্যমে শিশুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিখনের ধরন, অগ্রগতি ইত্যাদি জানা যায়।

ব্যবহারের সতর্কতা ঃ যে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার তা হল ঃ

- শিক্ষক বা পরিদর্শকের অভিজ্ঞতা থাকা চাই;
- কি কি জানতে হবে তা সঠিক ভাবে চিহ্নিত করতে হবে;
- একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রাপ্ত তথ্য সবক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না।

(চ) অ্যানেকডটাল রেকর্ড

অতীতের ঘটনা লিপিবদ্ধ করার এটি একটি পদ্ধতি। কোন শিশুর প্রাত্যহিক ঘটনা দিন, তারিখ এবং সময় সহ লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিই হল 'অ্যানেকডটাল রেকর্ড'।

এই তথ্য ভবিষ্যতে কাজে লাগে। শিশুর উন্নতি কি ভাবে হচ্ছে; কোথায় হচ্ছে না, কোথায় তা ধীর হয়েছে তা এর মাধ্যমে জানা যায়।

সুবিধা ঃ

বিভিন্ন ক্ষেত্রের তথ্য একটি ঘটনার মাধ্যমে জানা যায়;

শিশুর সামাজিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে কি কি এবং কি ভাবে ঘটছে তা জানা যায়;

শিশুর শক্তি বা দুর্বলতা জানা যায়;

দীর্ঘ সময় ধরে শিশুর অগ্রগতি জানা যায়।

ব্যবহারের সতর্কতা ঃ

একটি ঘটনা দিয়ে শিশুর ক্ষমতার পরিমাপ ঠিক নয়;

বিশেষ অবস্থায় তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু ঐ তথ্যটি লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা ঠিক নয়;

শিক্ষক যেটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন সেটিই কেবল লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু কোন সাধারণ ঘটনা অন্যের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে।

অ্যানেকডোটাল রেকর্ডের উদাহরণ ঃ		
বিদ্যালয়ের নাম ঃ		
শিক্ষার্থীর নাম ঃ	শ্রেণী ঃ	বয়স ঃ
পরিদর্শক শিক্ষক ঃ	স্থান ঃ	তারিখ ঃ
ঘটনার বর্ণনা ঃ		
পরিদর্শকের মন্তব্য ঃ		

স্বাক্ষর

অ্যানেকডোটাল রেকর্ডের ব্যবহার ঃ

ধারাবাহিক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে অ্যানেকডোটাল রেকর্ড খুবই মূল্যবান। কয়েকটি ব্যবহার নীচে দেওয়া হল ঃ

- এর দ্বারা ব্যক্তি সত্তার নির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায়;
- বিভিন্ন অবস্থায় শিশুর বিভিন্ন আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়;

- ধারাবাহিক পরিমাপ পাওয়া যায়;
- নিজের মূল্যায়ণ তথ্যের মাধ্যমে নিজেই করতে পারে;
- এই প্রকার তথ্য চিকিৎসার কাজের ব্যবহার করা যায়;
- শিক্ষককে এই তথ্য ব্যবহার করায় উৎসাহ দেয়;
- এর দ্বারা ব্যক্তিসত্তার নির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায়;
- বিভিন্ন অবস্থায় শিশুর বিভিন্ন আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়;
- ধারাবাহিক পরিমাপ পাওয়া যায়;
- নিজের মূল্যায়ন তথ্যের মাধ্যমে নিজেই করতে পারে;
- এই প্রকার তথ্য চিকিৎসার কাজের ব্যবহার করা যায়;
- শিক্ষককে এই তথ্য ব্যবহার করায় উৎসাহ দেয়।

(ছ) তথ্য পঞ্জী

সময় ধরে তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন ভাবে তা লিপিবদ্ধ করে রাখার পদ্ধতিই তথ্যপঞ্জীর মাধ্যমে করা হয়। এতে প্রত্যেকদিনের কাজ অথবা বিভিন্ন সময়ের ঘটনা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

সুবিধা ঃ এর সুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

- দীর্ঘসময় ধরে শিক্ষার্থীর একটি দক্ষতায় বৃদ্ধি এবং বিকাশ জানা যায়;
- শিক্ষার্থী তার অগ্রগতি অন্যদের দেখাতে পারে;
- শিক্ষার্থী মূল্যায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে।

সীমাবদ্ধতা ঃ

- যে তথ্য ব্যবহার করা হয় তার সঠিক কারণ অনেক সময়েই বোঝা যায় না;
- প্রচুর তথ্য পরিবেশন করলে তা ব্যবহার এবং ব্যাখ্যা করাও অসুবিধাজনক।

উন্নতকরণের উপায় ঃ

- শিক্ষার্থীকেই উৎসাহ দিতে হবে নিজের তথ্য সংগ্রহের জন্য;
- শিক্ষক অবশ্যই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে যাতে তথ্য সঠিকভাবে লেখা হয়;
- তথ্যকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজন হলে পুরানো তথ্য বাদ দেওয়াও যেতে পারে;
- তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার সময় শিশুর পূর্বের অবস্থা বিবেচনা করতে হবে;
- তথ্যকে যাতে সহজে ব্যবহার করা যায় তার জন্য তা নম্বর দিয়ে গুরুত্ব অনুসারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(জ) তথ্য বিশ্লেষণ (Department Analysis)

এই প্রকার টুল গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। তথ্য পাওয়ার পর তা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে এই প্রকার টুল ব্যবহার করা হয়। রচনাধর্মী প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রে এই টুল ব্যবহার করা যায়। এখানে শিক্ষক উত্তরপত্র বিশ্লেষণ করেন, প্রধান প্রধান অংশ কি তা দেখার চেষ্টা করেন এবং সর্বশেষে ঐ অনুসারে নম্বর বা গ্রেড প্রদান করেন।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করেনিন-২ (Check your progress-2)

নির্দেশ : ক) একই নির্দেশ হবে।

খ)

i) পরিমাপের চারটি টুলের নাম লিখুন

---

ii) চেকলিষ্টের দুইটি ব্যবহার লিখুন